রাকিবুল এহছান মিনার

বোধের অভ্যুত্থান

শুভেচ্ছা বাণী

কবিরা সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ। তারা তাদের ছন্দবদ্ধ কথামালায় সমাজের ভুলত্রুটি, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাগুলো জাতির সামনে আয়নার মতো পরিচ্ছন্ন দৃশ্যায়নে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ইসলামে কবিদের সম্মান অনেক উঁচুতে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বাসী কবিদের নামে একটি সূরার (আশ শুআরা) নামকরণ করেছেন। নবী করিম (সা.) কবিদের অনেক ভালোবাসতেন।

ইসলামের ইতিহাসে দাওয়াতী কাজ থেকে যুদ্ধের ময়দায়—সবখানেই কবিদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাইতো নবী করিম (সা.) তাঁর সভা কবিদের কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে নববীতে নির্মাণ করেছিলেন মিম্বার। তিনি কবিদের হাদিয়া দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন গণিমতও। আমাদের জাতীয় জীবনেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আল মাহমুদ, ফররুখ আহমেদ ও মতিউর রহমান মল্লিকদের মতো অসংখ্য সত্যনিষ্ঠ কবিদের রেখে যাওয়া অবদান থেকে জাতী উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

সেসব বিশ্বাসী কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ সময়ে বেড়ে ওঠা তরুণ উদীয়মান কবিদের একজন কবি রাকিবুল এহছান মিনার। তরুণেরাই আমাদের সম্পদ, তরুণেরাই আমাদের শক্তি। তরুণরা জাগ্রত থাকলেই নিরাপদ থাকে মা, মাটি ও দেশ। অন্যায়, অবিচার, জুলুমে তাদের বিপ্লবী স্লোগান বা প্রতিবাদী কবিতার ঝংকার উভয়ই জালেমদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে চব্বিশের স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন, প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামেই বিশ্বাসী কবিদের কবিতা মাজলুমের পক্ষে ও জালেমের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিশেষ করে, এবার চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যে ক'জন তরুণ কবি সাহিত্যিক লেখনীর মাধ্যমে এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছিলেন তাদের মাঝে আমাদের এই তরুণ কবি অন্যতম।

কবি রাকিবুল এহছান মিনার পেশায় একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধা। প্রবাসের শত ব্যস্ততার মাঝেও লেখালিখি অব্যাহত রেখে ইতোমধ্যে আমাদের ছয়টি বই এবং অসংখ্য ইসলামী গান উপহার দিয়েছে। 'জামায়াতের কর্মী', 'মনে কি পড়ে সেই দিন', 'আমরা ছাত্রশিবির'-সহ তার লেখা অসংখ্য সাংগঠনিক গান ইতোমধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উজ্জীবিত রাখতে ভূমিকা রেখে আসছে।

জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে এ বিপ্লবের ইতিহাস অবিস্মরণীয় করে রাখতে আমাদের এ তরুণ কবির এবারের আয়োজন 'বোধের অভ্যুত্থান' শিরোনামে নতুন কাব্যগ্রন্থ। আমি এ কাব্যগ্রন্থটির ব্যাপক সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন এ তরুণ কবির সহায় হোন, তার দ্বারা বাংলা সাহিত্য এবং ইসলামী আন্দোলনের আরো ব্যাপক খেদমত কবুল করুন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে তাকে ও তার মতো উদীয়মান তরুণদের হিফাজত করুক, আমীন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর,
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

শুভেচ্ছাবাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে কবি রাকিবুল এহছান মিনারের ‘বোধের অভ্যুত্থান’ নামে কবিতার বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই বইটি আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে ধারণ করেছে। কবিতাগুলো সেই সময়ের আবেগ, উত্তেজনা এবং সংগ্রামকে জীবন্ত করে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জুলাই অভ্যুত্থান ছিল আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তন। এই অভ্যুত্থান আমাদের দেখিয়েছে যে, জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তারা যেকোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এই বইটি সেই চেতনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

আমি কবির এই উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই; একই সাথে তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। আমার বিশ্বাস, এই বইটি সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

জাহিদুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সূচিপত্র

- ❑ জুলাই বিপ্লব ১৩
- ❑ পালায় খুনি ২৩
- ❑ নিষিদ্ধ হোক স্বৈরাচার ২৫
- ❑ ঘৃণায় বেঁচে রবি ২৮
- ❑ মাতৃভূমি ২৯
- ❑ বোধহীন ৩১
- ❑ ভালোবাসা হোক ৩৪
- ❑ যত কথা তত ভুল ৩৫
- ❑ উপদেষ্টা ৩৭
- ❑ দম থাকা চাই বুকে ৩৮
- ❑ মিথ্যাবাদী নেত্রী ৪১
- ❑ শামীমবাগি ৪৩
- ❑ ওএসডি ৪৪
- ❑ ছাগলচোর নেতা ৪৫
- ❑ নেই তো কারও নিস্তার ৪৬
- ❑ কসাই মোদি ৪৭
- ❑ লীগের ওপর লানত ৪৯
- ❑ নব্য আবু লাহাব ৫০
- ❑ ডামি নির্বাচন ৫২
- ❑ লুটরাজ ৫৩
- ❑ রাষ্ট্র তুমি ব্যর্থ ৫৪
- ❑ রাষ্ট্র চালায় বদে ৫৫
- ❑ জিডিপি ৫৭
- ❑ সাবধান তাঁবেদার ৫৮
- ❑ দ্রোহের ভাষা ৫৯

- ❑ আসবে সুদিন ৬১
- ❑ শহীদ আব্দুল মালেক ৬৩
- ❑ ইলিয়াস ৬৪
- ❑ হুঁশে ফেরো ৬৫
- ❑ মফিয়া ৬৭
- ❑ পোষা ব্যথা ৬৮
- ❑ দেহটা আমার নয় ৭০
- ❑ কান্না ৭১
- ❑ আমরা শুধুই নামে ৭৩
- ❑ দলকানা ৭৪
- ❑ অনুশোচনা ৭৬
- ❑ প্রার্থনা ৭৭
- ❑ নেই যার কেউ ৭৮
- ❑ হুঁশে আয় ফিরে ৮০
- ❑ যে ছেলেটি শিবির ৮১
- ❑ জিম্মাদারি ৮৪
- ❑ ভিটেমাটি ৮৮
- ❑ রাজাকার ৯১
- ❑ অমানুষ ৯৫
- ❑ প্রবাসী ৯৬
- ❑ শ্রমিকের অধিকার ১০০
- ❑ উদ্যম ১০৩
- ❑ নারী ১০৫
- ❑ সম্প্রীতি ১০৮
- ❑ দাস হব না ১১০

জুলাই বিপ্লব

বিপ্লবেরই জ্বলছে আগুন ঘরে বসে আছিস কে রে?
বীর হবার এই দিনগুলোতে ভীতুর মতো বাঁচিস কে রে?
রক্তনদী বইছে দেশে দেখেও না জাগলি কে রে?
মিছিল দেখে উলটো পথে জীবন নিয়ে ভাগলি কে রে?

ফ্যাসিবাদের দানবগুলোর আজও তোরা পক্ষে কে রে?
মানুষ মারার হুকুম নিতে গেলি গোপন কক্ষে কে রে?
টিয়ারগ্যাস মেরে প্রথম আতঙ্কিত করলি কে রে?
সাথে আবার ছুড়তে বুলেট ট্রিগার চেপে ধরলি কে রে?

ওদের দাবি ন্যায্য দাবি ন্যায্য চেয়ে মরছে কে রে?
রাজাকারের বাচ্চা বলে ব্যঙ্গ ওদের করছে কে রে?
চারিদিকে মরছে মানুষ এমন করে মারছে কে রে?
ছাত্র ওরা শিশু-কিশোর মারতে ওদের পারছে কে রে?

রক্তচোষা রাক্ষসীটার মানুষ মারা থামাবে কে?
স্বৈরাচারের প্রেতাত্মাদের গদি থেকে নামাবে কে?
অগ্রে এসে স্বাধীনতার স্বপ্ন আবার দেখাবে কে?
জীবন দিয়ে জীবন দিতে নতুন করে শেখাবে কে?

সাহস করে সামনে এসে আজ প্রতিবাদ করবে কে রে?
বিপ্লবেরই আওয়াজ তুলে দ্রোহের স্লোগান ধরবে কে রে?
প্রতিবাদী স্লোগান তুলে রাজপথে ওই আসলো কে রে?
চোখের পলক পড়ার আগেই রক্তে নিজের ভাসল কে রে?

(বাকি অংশ বইতে....)

পালায় খুনি

ধর ধর ধর পালায় খুনি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে,
কর কর কর বন্দি ওদের সবাই ঘেরাও দিয়ে।
থর থর থর কাঁপুক ভয়ে শ্বাসও ওরা নিতে,
ভর ভর ভর কারাগারে শাস্তি ওদের দিতে।

খুনি ওরা দানব ওরা মানুষরূপী পশু,
ভণ্ড ওরা জালিম ওরা শাসকরূপী দস্যু।
জনগণের সেবক হতে রাজনীতিতে এসে,
স্বৈরাচারের কালো ছায়া আনল স্বাধীন দেশে।

দমন-পীড়ন করে ওরা ক্ষমতাতে ছিল,
নির্বাচনি ব্যবস্থাটা ধ্বংস করে দিলো।
গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল গদি,
গদির তরেই করে গেছে জুলুম নিরবধি।

ওদের হাতে রক্ত লেগে আছে জনগণের,
দেশ-বিদেশে গড়া ওদের পাহাড় কালো ধনের।
আটাশ লক্ষ কোটি টাকা দেশের করে পাচার,
খেয়ে পরে সাধারণের ছিল না পথ বাঁচার।

পাতি নেতাও অল্প দিনে হয়ে যেত হাতি,
অধিকারের প্রশ্নে সদা বঞ্চিত রয় জাতি।
যেত না তো কোনো ভুলের আলোচনা করা,
অপরাধের শামিল হতো তাদের সে ভুল ধরা।

(বাকি অংশ বইতে....)

মাতৃভূমি

প্রাণের চেয়ে আপন তুমি
অনুভূতির কাঁপন তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি,
আলো তুমি আশা তুমি
আমার ভালোবাসা তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি।

মানচিত্রে স্বাধীন তুমি
নও তো কারও অধীন তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি,
স্বাধীন ছিলে রবে তুমি
দীর্ঘজীবী হবে তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি।

অমূল্য এক রতন তুমি
আপন মায়ের মতন তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি,
প্রাপ্য লাখো শ্রদ্ধা তুমি
জন্ম দাও যে যোদ্ধা তুমি
মাতৃভূমি মাতৃভূমি।

(বাকি অংশ বইতে....)

সম্প্রীতি

চাই না আমি দাঙ্গাতে আর মানুষ মরুক,
দলাদলি করে কারও রক্ত ঝরুক।
অনেক লড়াই লড়েছি এই দেশটা পেতে,
থাকব না আর বিভেদের এই যুদ্ধে মেতে।

পেছনে নয় যেতে হবে সামনে এবার,
সময় এখন দৃশ্যপটকে বদলে দেবার।
ঘৃণার যত দেয়াল আছে ভাঙতে হবে,
ঐক্য ছাড়া এসেছিল বিজয় কবে?

নীতির রাজা রাজনীতি হোক ভালোর তরে,
সামনে যেন এমন না আর মানুষ মরে।
সবাই সবার উদারতার নজির গড়ো,
ভাষণে নয় কর্মে এবার হও যে বড়ো।

ধর্ম যে যার পালন করবে নিরাপদে,
বাধা দিতে পারবে না আর কোনো বদে।
শাঁখা-সিঁদুর, বোরখা-নিকাব, পণ্ডিত-হুজুর,
চলতে-ফিরতে ভয় রবে না কোনো জুজুর।

বাঁচার মতো বাঁচতে শেখো নতুন দেশে,
সম্প্রীতিরই জোয়ার আসুক ভাটার শেষে।
থাকতে শেখো বন্ধু হয়ে মিলেমিশে,
দিতে শেখো ষড়যন্ত্র পায়ে পিষে।

(বাকি অংশ বইতে....)

নারী

নারী তোমার মায়ের জাতি
নারী প্রিয় জীবনসাথি
নারী মেয়ে ও বোন,
নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও
ভুলত্রুটিতে নরম দিল হও
ভেঙো না তার মন।

নারী গর্ভে লালন করে
যত্নে তোমায় পালন করে
নারীই তো হয় মা,
মমতা যার নয় তো মিছে
জান্নাত তার পায়ের নিচে
অন্য কারও না।

নারীই তো হয় প্রিয়তমা
ভালোবাসার সব উপমা
যাকে দেওয়া যায়,
সৌভাগ্যবান পুরুষ তারা
নিবন্ধিত নারীর যারা
ভালোবাসা পায়।

(বাকি অংশ বইতে....)

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- নিজকে গড়ো- ২০১৯
- চেহারায় মানুষ- ২০২১
- ছন্দে গাঁথা বরুদ- ২০২১
- হৃদয়ের অগ্নুৎপাত- ২০২২
- প্রিয়তমা তোমাকে যেভাবে চাই- ২০২৩
- খসে পড়া মুখোশ- ২০২৪
- বোধের অভ্যুত্থান- ২০২৫